Vol. 43 | No. 2 | 2000

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের গারোদের 'আবেং' ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার

Volume	43
Issue	2
Year	2000
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাখাওয়াৎ আনসারী, মনিরা খানম
Published online	May 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v43i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i2.2
Pages	13-27
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা বাংলা বিভাগ :: তেতাল্লিশ বর্ষ :: দ্বিতীয় সংখ্যা :: ফাল্গুন ১৪০৬ :: ফেব্রুয়ারি ২০০০ (প্রকাশকাল : মে ২০০১)

Check for updates

বাংলাদেশের গারোদের 'আবেং' ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচার

সাখাওয়াৎ আনসারী*
মনিরা খানম**

১.১. বাংলা ভাষা বাংলাদেশের একক রাষ্ট্রভাষা হলেও একমাত্র ভাষা নয়। বাঙালি সমাজের প্রথম ভাষা বাংলা। অবাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রথম ভাষা বাংলা নয়। এরা বেশ কিছু জাতীয় সংখ্যালঘুতে বিভক্ত। এদেশে জাতীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কয়টি——এ সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো——চাকমা, গারো, সাওতাল, মগ, টিপরা, মুরং, হাজং, বনজোগি, পাঙ্খো, লুসাই, শেন্দুস, কুকি, মনিপুরি, খাসিয়া, ওঁরাও ইত্যাদি।[১] এদের সবার নিজস্ব ভাষা রয়েছে এবং এগুলো বেশ সমৃদ্ধও বটে। এরা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহার করে। এ সমস্ত জাতীয় সংখ্যালঘুদের ভাষার সংখ্যা কত এখনও পর্যন্ত এ হিসেব সুনির্দিষ্ট নয়। তবে এ সংখ্যা ৪০-এর কাছাকাছি ব'লে কেউ কেউ মনে করেন।[২]

১.২. বাংলাদেশে যে কয়টি প্রধান জাতীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী রয়েছে গারো সমাজ তাদের একটি। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা এবং সিলেট——পূর্বতন বৃহত্তর এই চারটি জেলাতেই শুধু গারো সম্প্রদায়ের বসবাস। ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, শ্রীবর্দী, কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, বিরিশিরি, বারহাট্টা প্রভৃতি অঞ্চলে; টাঙ্গাইলের বিস্তৃত মধুপুর গড় অঞ্চলে; ঢাকার কাউরাইল ও ভাওয়াল গড় এলাকার কিছু অঞ্চলে; এবং সিলেটের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড় সংলগ্ন এলাকায় গারো সম্প্রদায় বসবাস করে। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের মেঘালয়, আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও গারোদের বসবাস। বর্তমানে পৃথিবীতে গারো জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষের মতো।[৩] বাংলাদেশে এদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজারের কাছাকাছি।[৪]

১.৩. ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল অঞ্চলে বাংলাদেশের অধিকাংশ গারো অধিবাসী বসবাস করে। গারো সমাজ মূলত মাতৃতান্ত্রিক। তাদের সবচেয়ে বৃহৎ মাতৃসূত্রীয় গোত্রের নাম /c^{h} atc^{h} i/ (আত্মীয় বা জ্ঞাতি)। সমগ্র গারো সমাজ ১৩-টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এগুলো নিম্নরূপ :

১. আখাওয়ে/ak^{-h} aoe / বা আওয়ে /aoye /
২. আবেং/abeŋ /
৩. আত্তং/attoŋ /
৪. রুগা/ruga/
৫. চিবক/cibɔk/

---

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** এম ফিল গবেষক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬. চিশক/ciʃɔk/

৭. দোয়াল/doal/

৮. মাচ্ছি/macc^{h}i/

৯. কচ্ছু/kɔcc^{h}u/

১০. আতিয়াগ্রা/aṭiagra/

১১. মাত্তাবেং/maṭṭabeŋ/

১২. গারা-গানছি / gara-ganc^{h}i /

১৩. মেগাম/megam/ইত্যাদি।[৫]

উপরিউক্ত তেরটি সম্প্রদায়ই প্রধান। এর বাইরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর আরও সম্প্রদায় রয়েছে। যেমন: ব্রাক/brak /,শমন/ʃɔmɔn /, দলি/ḍoli /, গণ্ডায়/gɔnday / প্রভৃতি। প্রত্যেক গারো সম্প্রদায়ের নিজস্ব কথ্য ভাষা রয়েছে যা সম্প্রদায়গুলোর নামে অভিহিত।

১.৪. বর্তমান গারো সম্প্রদায় ঠিক কবে থেকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে ধারণা করা যায় যে, বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতীয় বন্দর ব্যবহারের কারণেই গারো নৃগোষ্ঠী ধীরে ধীরে বার্মা এবং আসাম হয়ে বাংলাদেশে অভিবাসন শুরু করে।[৬] গারোরা নিজেদের 'গারো' ব'লে পরিচয় দিতে অপছন্দ করে। এরা নিজেদের /ac^{h}ik manḍe /বা 'পাহাড়ি মানুষ', সংক্ষেপে/ac^{h}ik / বা 'পাহাড়ি' পরিচয় দিতে পছন্দ করে।[৭] বাঙালিরা এদেরকে 'গারো' নামে অভিহিত ক'রে থাকে।[৮] ঐতিহ্যগতভাবে গারোরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের নাম সংসারেক/ʃɔŋʃarek/। গারোদের ৯৫ শতাংশ বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। বাকি ৫ শতাংশ আদি ধর্ম সংসারেক ও অন্যান্য ধর্মমতে বিশ্বাসী।[৯] গারোদের শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য। তাদের ৬৫% অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।[১০] প্রধানত মিশনারি স্কুলগুলোর প্রভাবেই তাদের শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.৫. গ্যালিও-মঙ্গোলিয়দের অন্যতম শাখা ভোট-বর্মিরা উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্যভাগে বিভক্ত। মধ্য বা পশ্চিমা শাখার সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ শাখার ভোট-বর্মীদের কোনো মিলই নেই। বোরোরা (Bodo) মধ্য এবং পশ্চিম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। ১৯২১ সালের শুমারি অনুযায়ী বোরো সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ছিল ৭১৫৬৯৬ জন যার মধ্যে গারো জনসংখ্যা ২১৬১১৭ জন—অর্থাৎ ৩০ শতাংশ।[১১] গারোরা বোরোদের উপভাগ হলেও বোরোদের বা ভোট-বর্মিদের সঙ্গে বর্তমান গারোদের কোনো মিল খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। গারোরা মূলত মঙ্গোলয়েড মহাজাতির প্রতিনিধিত্ব করছে বলা যায়।[১২] নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা ভারতের আসামে বসবাসরত জাতীয় সংখ্যালঘুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।[১৩] বাংলাদেশ এবং ভারতের গারোদের আদিভূমি হলো চিনের তিব্বত অঞ্চল।[১৪] গারো ভাষা তিব্বতি-বর্মন ভাষাবংশের বোরো শাখার অন্তর্গত।[১৫] এ ভাষার সঙ্গে বিভিন্ন আদিবাসী জাতীয় সংখ্যালঘুর ভাষা যেমন—ত্রিপুরা, রাভা, মিকির , কাছাড়ি ইত্যাদি ভাষার বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।[১৬] ভাষা পরিস্থিতি বিচারে এরা প্রায় সম্পূর্ণতই দ্বিভাষিক। আবেং-এর পাশাপাশি প্রায় সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা বলতে পারে। পরিবেশ এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজনেই এটা সম্ভব হয়েছে। ইংরেজি শিখবার কারণে এদের বিশাল একটি অংশ ত্রিভাষিকও হয়ে উঠছে। গারো ভাষা মূলত মৌখিক। এদের নিজস্ব কোনো লিপি নেই। তবে, লেখার প্রয়োজন হলে এরা যতদূর সম্ভব রোমান হরফের আশ্রয় নেয়। এ ভাষার প্রধান রূপ

আচিক-কুচিক/ac^{h} ik-kuc^{h} ik /। এটা গারোদের প্রমিত কথ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃত গ্রন্থ-সাময়িকী,গীত রচনা ইত্যাদিতে এ রূপের ব্যবহার লক্ষণীয়। যে কোন আনুষ্ঠানিক আলোচনায় এ রূপের ব্যবহারই প্রত্যাশিত। ভারতীয় গারোরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় আচিক-কুচিকই/ac^{h} ik-kuc^{h} ik / ব্যবহার করে। বাংলাদেশী গারোরা বেশি ব্যবহার করে আবেং /abeŋ / ভাষা যদিও তাদের ধারণা আচিক-কুচিকই/ac^{h} ik-kuc^{h} ik / হচ্ছে প্রমিত ভাষা। বাংলাদেশী গারো সম্প্রদায়ে ভাষা হিসেবে আবেং ছাড়াও আত্তং, চিবক, দোয়াল ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনা বাংলাদেশে বসবাসরত গারোদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত আবেং ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে।

১.৬. বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা এবং সিলেটে গারো সম্প্রদায় বসবাস করার কারণেই এ অঞ্চলগুলোতে আবেং ভাষা লক্ষণীয়। গারো ভাষা সম্প্রদায়ে আবেং, আত্তং, চিবক, দোয়াল প্রভৃতির ব্যবহার থাকলেও 'আবেং'- এর ব্যবহারই সর্বাধিক।[১৭] প্রকৃতপক্ষে, এমন কোনো ভাষিক অঞ্চল নেই যেখানে গারো ভাষা সম্প্রদায় বসবাস করে কিন্তু আবেং ভাষা নেই।

২.১. ভাষা-বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিকতা, সুস্পষ্টতা ও যথা-বিস্তৃত ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এ কারণে উপাত্ত সংগ্রহে প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষার মৌলিক তথ্য সন্ধানের জন্য প্রয়োজন মাঠ-কর্ম (Field Work) তথা— ভাষা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, কথকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রশ্নমালা প্রস্তুতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ।[১৮] ভাষা বিশ্লেষণের নিয়ম অনুযায়ী আবেং ভাষা এলাকা নির্ধারণের পর উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমরা উক্ত ভাষা এলাকায় গিয়েছি, কতিপয় তথ্য সরবরাহক নির্বাচন করেছি।[১৯] এরপর টেপরেকর্ডার, আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা ইত্যাদির সাহায্যে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষিত হয়েছে। এ বিশ্লেষণে আমরা বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। উল্লেখ্য যে, এ ভাষার পূর্বতন কোনো লিখিত রূপ পাওয়া না যাওয়ায় বিশ্লেষণের কাজটি সহজসাধ্য ছিল না। বস্তুত গারো ভাষার কোন নিজস্ব লিখিত রূপ না থাকায় গারোরাও বেশ অসুবিধা বোধ করে।[২০]

৩.১. ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (Phonological Analysis)

ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এ ভাষার তথ্যাবলি নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে :

ক. স্বরধ্বনি (Vowel)

i) ছক (Chart)
ii) স্বরধ্বনিমূল (Vowel phoneme)
iii) দীর্ঘ স্বরধ্বনি (Long vowel)
iv) দ্বি-স্বরধ্বনি (Dipthong)
v) অর্ধ-স্বরধ্বনি (Semi-vowel)

খ. ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant)

i) ছক (Chart)
ii) ব্যঞ্জন ধ্বনিমূল (Consonant phoneme)
iii) মুক্ত বৈচিত্র্য (Free variation)
iv) যুক্ত ব্যঞ্জন (Cluster)

গ. অক্ষর সংগঠন (Syllable)

ঘ. ধ্বনিমূলের অবস্থান (Distribution of phoneme)

ঙ. অন্যান্য বৈশিষ্ট্য (Other features) : অবরুদ্ধতা, ঝোঁক বা টান ইত্যাদি।

৩.২. স্বরধ্বনি :

আবেং-এর স্বরধ্বনিগুলোকে আমরা দুই ভাগ ক'রে উপস্থাপন করতে পারি। মুক্ত (Releasing) এবং অবরুদ্ধ (Non-releasing or arresting)।

৩.২.১. আবেং-এর মুক্ত স্বরধ্বনিমূল নির্ণয়ের জন্য নিম্ন বর্ণিত ছক প্রস্তুত করা হলো :

	সম্মুখ এবং অগোলাকৃতি	মধ্য	পশ্চাৎ এবং গোলাকৃতি
উচ্চ	i		u
নিম্ন-উচ্চ			
উচ্চ-মধ্য	e		o
মধ্য	ɛ		
নিম্ন-মধ্য			ɔ
উচ্চ-নিম্ন			
নিম্ন		a	

ছক থেকে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, এ ভাষায় নিম্ন-উচ্চ এবং উচ্চ-নিম্ন কোনো স্বরধ্বনি নেই। ফলে এ ভাষার মুক্ত স্বরধ্বনির ছকটি হবে নিচের মতো :

	সম্মুখ এবং অগোলাকৃতি	মধ্য	পশ্চাৎ এবং গোলাকৃতি
উচ্চ	i		u
উচ্চ–মধ্য	e		o
মধ্য	ɛ		
নিম্ন-মধ্য			ɔ
নিম্ন		a	

৩.২.২. অবরুদ্ধ স্বরধ্বনি হিসেবে আমরা একটি কেন্দ্রীয় ধ্বনি (Central vowel) পাই ; যথা—/$\alpha^?$/

৩.৩. স্বরধ্বনিমূল : নিচে সংশ্লিষ্ট ভাষার মুক্ত এবং অবরুদ্ধ স্বরধ্বনিমূল ন্যূনতম শব্দ জোড়ের (Minimal pairs) সাহায্যে দেখানো হলো :

/i/	/ɔ/
/mi/— ভাত (Rice)	/mɔ/— কি (What)

/e/	/ɔ/
/d̪e/— বাচ্চা (kid)	/d̪ɔ/— মোরগ (Cock)
/ɛ/	/a/
/ɛŋa/— খোলা (Open)	/aŋa/— আমি (I)
/o/	/a/
/uno/— সেখানে (There)	/una/— তার জন্য (For him)
/u/	/i/
/ukʰo/— ওটা (That)	/ikʰo/— এটা (This)
/ɑʔ/	/a/
/biɑʔ/— ভাঙা (Break)	/bia/— সে (He or she)

উপরিউক্ত শব্দ জোড়ের উদাহারণসমূহের মাধ্যমে আমরা /i/,/e/,/ɛ/,/a/,/ɔ/o/,/u/ —এ সাতটি মুক্ত এবং /ɑʔ/ একটি অবরুদ্ধ স্বরধ্বনিমূলকে চিহ্নিত করতে পারি।

৩.৪. দীর্ঘ স্বরধ্বনি :

এ ভাষার দীর্ঘ স্বরধ্বনি হিসাবে তিনটি ধ্বনিমূল পাওয়া যায় :

/i/	/i:/
/cʰi/—পানি (Water)	/chi:/— ছিঃ /ঘৃণার প্রকাশ বা ঘৃণা করা (To hate)
/e/	/e:/
/d̪e/— বাচ্চা (Kid)	/d̪e:/— তাড়াতাড়ি করার আহ্বান (Call for hurry)
/a/	/a:/
/ua/—দাঁত (Teeth)	/ua:/— মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত (Used to draw attention)

উপরের শব্দজোড়ের উদাহরণসমূহের মাধ্যমে আমরা /i:/,/e:/ এবং /a:/ — এ তিনটিকে দীর্ঘ স্বরধ্বনি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি এবং তারা ধ্বনিমূলীয় চরিত্র–বৈশিষ্ট্যের (Phonemic feature) অধিকারী। আমাদের অনুসন্ধান থেকে আমরা /ɛ/,/ɔ/,/o/ এবং /u/— অবশিষ্ট এ চারটি স্বরধ্বনির দীর্ঘত্বকে ধ্বনিমূলীয় হিসাবে চিহ্নিত করতে পারিনি। মুক্ত বৈচিত্র্য (Free variation) হয়তোবা এগুলোর ক্ষেত্রে দুর্লভ নয় এবং তা সম্পূর্ণতই ধ্বনিবৈজ্ঞানিক (Phonetic); ধ্বনিমূলীয় (Phonemic) নয়। শুধু /i:/,/e:/ এবং / a: / ধ্বনির ক্ষেত্রে এ ভাষাটির ধ্বনি দৈর্ঘ্য ধ্বনিমূলীয়। আরও লক্ষণীয়, এ ভাষায় দীর্ঘ স্বরধ্বনিগুলো সম্মুখ। পশ্চাৎ স্বরধ্বনিসমূহের মধ্যে কোন দীর্ঘ স্বরধ্বনি নেই।

৩.৫. দ্বি-স্বরধ্বনি : আমাদের গবেষণায় আমরা ২১-টির বেশি দ্বি-স্বরধ্বনি পাইনি।

এগুলো হলো :

১. a a /hibaa/— আসা (Come)

২.	ae	/cʰae/—	খাওয়া (Eat)
৩.	ai	/maina/—	কেন (Why)
৪.	ao	/ʃakao/—	উপরে (Up)
৫.	ii	/jiit̪/—	প্রতিযোগিতা (Competition)
৬.	ɛa	/kenbɛa/—	ভীতু (Afraid)
৭.	ɔɔ	/dɔpʰɔɔ/—	পেঁচা (Owl)
৮.	ɔi	/cʰaʃɔ i/—	খাওয়াও (To feed)
৯.	ea	/ʃea/—	লেখা (Write)
১০.	ee	/been/—	মাংস (Meat)
১১.	oa	/cʰoa/—	গর্ত করা (To make hole)
১২.	oe	/nit̪hoe/—	সুন্দর ক'রে (Nicely)
১৩.	oo	/gɔpoo/	আলাপ (Gossip)
১৪.	oi	/ʃomoi/—	সময় (Time)
১৫.	ia	/bia/—	সে (He)
১৬.	iɔ	/niɔna/—	নিচে তাকানো (Looking down)
১৭.	ie	/ripie/—	বহন করে (Carrying)
১৮.	ua	/habua/—	স্নান করা (Bath)
১৯.	ue	/gut̪ue/—	ফুটন্ত পানি (Boiling water)
২০.	uo	/cʰuoŋ a/	পরিমাণ মতো হওয়া (According to measurement)
২১.	ui	/uimana/—	বুঝতে পারা (To understand)

৩.৬. অর্ধ-স্বরধ্বনি :

আবেং ভাষায় একটি অর্ধ-স্বরধ্বনি পাওয়া গেছে। যেমন : /w/ । /wa/— দাঁত (Teeth)। তবে এ ভাষায় আরেকটি অর্ধ-স্বরধ্বনি /y/— এর ব্যবহার কখনও কখনও হঠাৎ লক্ষ করা যায়। যথা— [yon]। অবশ্য এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমাদের হাতে নেই।

৩.৭. আনুনাসিকতা :

আবেং-এ আনুনাসিক স্বরধ্বনি নেই। আনুনাসিকতার জন্য শব্দের অর্থের পার্থক্য হয় না। ফলে আনুনাসিকতা নির্দেশের জন্য স্বাভাবিকভাবেই মৌখিক এবং আনুনাসিকতার কোনো ন্যূনতম শব্দজোড় পাওয়া যায় না।

৪.১. ব্যঞ্জনধ্বনি :

৪.১.১. আবেং–এ ব্যঞ্জনধ্বনি হিসেবে আমরা ২০-টি ধ্বনিমূল পাই। নিচে উচ্চারণ স্থান, উচ্চারণ প্রকৃতি এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসহ ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা দেওয়া হলো :

উচ্চারণ প্রকৃতি Manner of articulation	ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য Phonetic feature		উচ্চারণ স্থান Place of articulation						
	ঘোষত্ব Voicing	প্রাণত্ব Aspiration	ওষ্ঠ্য Labial	দন্ত্য Dental	তালব্য Palatal	তালব্য-দন্তমূলীয় Palato-alveolar	কণ্ঠ্য Velar	কণ্ঠনালীয় Glottal	গলনালীয় Laryngeal
স্পর্শ Stop/ Plossive	অঘোষ	অল্পপ্রাণ	p	t̪		k			
	অঘোষ	মহাপ্রাণ	p^h			k^h			
	ঘোষ	অল্পপ্রাণ	b	d̪		g			
ঘর্ষণজাত Fricative	অঘোষ	অল্পপ্রাণ			c				
	অঘোষ	মহাপ্রাণ			c^h				
	ঘোষ	অল্পপ্রাণ			j				
উষ্ম /শিস Sibilants				s		ʃ		h	
নাসিক্য Nasal			m		n		ŋ		
পার্শ্বিক Lateral					l				
কম্পনজাত Trill					r				
অবরুদ্ধ Checked									H

উপরিউক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ ভাষায় ঘোষ, মহাপ্রাণ, কণ্ঠ্য, স্পর্শ ধ্বনি /$g^{ɦ}$/; ঘোষ, মহাপ্রাণ, তালব্য-দন্তমূলীয়, ঘৃষ্ট ধ্বনি /$j^{ɦ}$/; ঘোষ, মহাপ্রাণ, ওষ্ঠ্য, স্পর্শ ধ্বনি /$b^{ɦ}$/; ঘোষ, মহাপ্রাণ, দন্ত্য, স্পর্শ ধ্বনি /$d̪^{ɦ}$/; নেই । এ ছাড়া প্রতিবেষ্টিত মূর্ধন্য ধ্বনি /t/,/t^{h}/,/d/,/d / এ ভাষায় পাওয়া যায়না। গলনালীয় অবরুদ্ধ ধ্বনি[H] অবরুদ্ধ স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। যথা : [$pa\alpha^{?}$] = /$pa\alpha^{H}$/ ।

৪.১.২. ব্যঞ্জন ধ্বনিমূল :

১.	/k/	/b/
	/kad̪iŋa/— হাসি (Laugh)	/bad̪iŋa/— ব্যবসা (Business)
২.	/k^{h}/	/ʃ/
	/$bik^{h}a$/— কলিজা (Liver)	/biʃa/— বাচ্চা (Kid)
৩.	/g/	/k^{h}/
	/$gim\alpha^{?}$/— হারানো (Loss)	/$k^{h}im\alpha^{?}$/—বিয়ে করা (To marry)
৪.	/ŋ/	/k/
	/c^{h}ijoŋ/— কাছিম (Turtle)	/c^{h}ijok/— মিষ্টি হয়েছে (It testes sweet)
৫.	/c/	/k/
	/cat̪c^{h}i/— গোত্র বা গোষ্ঠী (Tribe)	/kat̪c^{h}i/— কাস্তে (Scythe)
৬.	/c^{h}/	/m/
	/c^{h}i/— পানি (Water)	/mi/— ভাত (Rice)
৭.	/j/	/p/
	/$ja\alpha^{?}$/— পা (Leg)	/$pa\alpha^{?}$/— পিতা (Father)
৮.	/t̪/	/n/
	/aŋt̪i/— আংটি (Ring)	/aŋni/— আমরা (My)

৯.	/t̪^{h}/	/n/
	/t̪^{h}eŋ a/— উজ্জ্বল (Bright)	/neŋ a/— ক্লান্ত (Tired)
১০.	/d̪/	/g/
	/d̪alα$^{?}$— বড় (Big)	/galα$^{?}$/ — ফেলে দেওয়া (Throw)
১১.	/n/	/a/
	/naŋ ni/— তোমার (Your)	/aŋ ni/— আমার (My)
১২.	/p/	/w/
	/pa/— পিতা (Father)	/wa/— বাঁশ (Bamboo)
১৩.	/p^{h}/	/a/
	/p^{h}ajoŋ/— বড় খালু (Elder uncle)	/ajoŋ/— বড় খালা (Elder aunt)
১৪.	/b/	/d̪/
	/abi/— বড় বোন (Elder sister)	/ad̪i/— খালা (Aunt)
১৫.	/m/	/d̪/
	/ama/— মা (Mother)	/ad̪a/— বড় ভাই (Elder brother)
১৬.	/ʃ/	/d̪/
	ʃiŋ a/— জিজ্ঞেস করা (To ask)	/d̪iŋ a/— গরম (Hot)
১৭.	/s/	/w/
	/sal/— দিন (Day)	/wal/— রাত (Night)
১৮.	/h/	/ɟ/
	/haŋ k^{h}i/— কাঁকড়া (Scorpion)	/ɟaŋ k^{h}i/— সিঁড়ি (Stair)

১৯. /r/ — /n/

/rama/— রাস্তা (Road) — /nama/— ভালো (Good)

২০. /l/ — /m/

/sal/— দিন (Day) — /sam/— ঔষধ (Medicine)

৪.১.৩. মুক্ত বৈচিত্র্য :

আমাদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই ক'রে দেখা গেল আবেং ভাষায় গুটি কয়েক ক্ষেত্রে উচ্চারণ বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। যেমন— কেউ কেউ উচ্চারণ করে /abeŋ/আবার কেউ কেউ উচ্চারণ করে /habeŋ/ /haŋ k^{h}i/— শব্দটির উচ্চারণ অনেকে করে /aŋ k^{h}i/ । এ ধরনের উচ্চারণে শব্দের অর্থের কোনো পার্থক্য হয় না ব'লে একে মুক্ত বৈচিত্র্য বা Free variation হিসেবে গণ্য করা যায়। এ ভাষায় /c/ ধ্বনির ক্ষেত্রে বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ধ্বনির ক্ষেত্রে মুক্ত বৈচিত্র্য পাওয়া গেলেও কোনো সহধ্বনি (Allophone) পাওয়া যায় না।

৪.১.৪. যুক্ত ব্যঞ্জন :

আবেং ভাষায় যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে c^1+c^1 গঠন পাওয়া যায় না, কিন্তু c^1+c^2 গঠন পাওয়া যায়। এগুলোকে নিচের মত ক'রে উপস্থাপন করা যায় :

ক. i) P+C

/jakjipe/— আহ্বানের ইঙ্গিত (Sign of calling)

ii) C+P

/d̪ɔ mask^{h}i/ — দোয়েল পাখি (Magpierobin)

iii) S+C

/sk^{h}u/ — মাথা (Head)

iv) C+S

/saksa/ — একজন (One person)

v) L+C

/gɔlpo/— আলাপ (Gossip)

vi) C+L

/jakplak/ — বগল (Armpit)

খ. i) N+C

/haŋ k^{h}i/— কাঁকড়া (Scorpion)

ii) N+N

/aŋ ni/— আমার (My)

iii) C+N

/soknua/— পৌঁছানো (To reach)

উপরে P,S,L এবং N যথাক্রমে Plossive,Sibilant, Lateral এবং Nasal ধ্বনিকে নির্দেশ করে।

৫.১. অক্ষর সংগঠন :

১। V অথবা OVO প্রক্রিয়া : সাধারণত শুধু একটি Vowel দিয়ে অক্ষর গঠিত হয় না কিন্তু একটা স্বরধ্বনি যদি দীর্ঘ উচ্চারিত হয় তাহলে অক্ষর গঠিত হতে পারে। যেমন :
/o:/— বুঝতে পেরেছি (I see/ I have got the point)

২। VV অথবা OVVO প্রক্রিয়া : দুটি Vowel দিয়ে একটি অক্ষর গঠিত হয়। যেমন :
/ia/ — এটা (This)
/ua/ — ঐটা (That)
/uo/ — সেখানে (There)
/io/ — এখানে (Here)
/oe/ — হ্যাঁ (Yes)

৩। VVV অথবা OVVVO প্রক্রিয়া : তিনটি Vowel দিয়ে একটি অক্ষর গঠিত হয়। যেমন:
/uia/— জানা (Know)

৪। VVVV অথবা OVVVVO প্রক্রিয়া : চারটি Vowel দিয়ে একটি অক্ষর গঠিত হয় যেমন :
/aiao/-- আশ্চর্যবোধক ধ্বনি (Surprising sound)

৫। VC অথবা OVC প্রক্রিয়া : একটি স্বরধ্বনি এবং একটি ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে একটি অক্ষর গঠিত হতে পারে। যেমন :
/am/— ঠিক আছে (All right)

৬। VVC অথবা OVVC প্রক্রিয়া : দুটি স্বরধ্বনি এবং একটি ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে একটি অক্ষর গঠিত হয়। যেমন :
/ian/— এটাই (Only this)
/uan/— ঐটাই (Only that)
/ion/— এখানেই (Must be here)

৭। VCV প্রক্রিয়া : দু'পাশে দুটি স্বরধ্বনি এবং মাঝখানে একটি ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে একটি অক্ষর গঠিত হতে পারে। যেমন :

/ino/— এখানে (Here)

/uno/— ওখানে (There)

৮। VVCV প্রক্রিয়া : দুটি স্বরধ্বনি এরপর একটি ব্যঞ্জনধ্বনি পরবর্তী আরও একটি স্বরধ্বনি মিলে একটি অক্ষর গঠিত হতে পারে। যেমন :

/iaba/— এটাও (This is also)

/uaba/— ঐটাও (That is also)

৯। CV অথবা OCV প্রক্রিয়া : একটি ব্যঞ্জনধ্বনি এবং একটি স্বরধ্বনি দিয়ে অক্ষর গঠিত হয়। যেমন :

/sa/— এক (One)

/de̪/— বাচ্চা (Kid)

/ba/— অথবা (Or)

/mɔ/— কি (What) ইত্যাদি।

১০। CVC প্রক্রিয়া : দু'পাশে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি এবং মাঝখানে একটি স্বরধনি দিয়ে একটি অক্ষর গঠিত হতে পারে। যেমন :

/jat̪/— জাতি (Nation)

/sal/— দিন (Day)

/wal/— রাত (Night)

/jak/— হাত (Hand)

/kam/— কাজ (Work) ইত্যাদি।

১১। Co-α VCo-α প্রক্রিয়া : শব্দ শুরুর পর্যায়ে ব্যঞ্জনধ্বনি খুব বেশি পাওয়া যায় না। শব্দ শেষে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি বসে না। যেমন :

/sk^{h}aŋ̣/— অতীতে (In Past)

/spru/— শামুক (Snail)

৬.১. ধ্বনিমূলের অবস্থান :

আমাদের গবেষণালব্ধ উপাত্ত বিশ্লেষণ ক'রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, আবেং ভাষায় প্রায় রূপমূল এবং শব্দের শেষ ধ্বনিটি হয় স্বরধ্বনি, বিশেষ ক'রে /a/ ধ্বনি প্রায় প্রতিটি শব্দে রয়েছে।

/i/,/a/,/u/ শব্দের প্রারম্ভে, মধ্যে এবং অন্তে (Initial, Middle, Final positon) বসে। /ɔ/ এবং /e/ ধ্বনি দুটোর শব্দ শুরুতে ব্যবহার যথেষ্ট কম। এদের অবস্থান মাঝে এবং শেষে। /ɛ/ ধ্বনি শুরুতে এবং মাঝে বসে, কিন্তু শব্দ শেষে এর কোন ব্যবহার আমরা পাইনি। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি/ŋ / এই ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল ক'রে আছে। খুব কম শব্দই পাওয়া যায় যেখানে এ ধ্বনিটির ব্যবহার নেই। /ŋ / ধ্বনি কখনো শব্দের শুরুতে বসে না। /k/,/t̪/,/n/,/p/,/r/ এবং /l/ ধ্বনি শব্দের সব অবস্থানে বসে, তবে /kʰ/,/g/,/c/,/cʰ/,/j/,/t̪ʰ/,/d̪/,/pʰ/,/b/,/ʃ/,/s/,/h/— ধ্বনিগুলো শব্দের শুরুতে এবং মাঝখানে যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয় শব্দ শেষে এ ব্যবহারের পরিমাণ অনেক কম।

৭.১. অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : এ ভাষায় একটা বিশেষ গলনালীয় ধ্বনি পাওয়া যায়। অনেকে এ ধ্বনিটিকে (•) এই চিহ্নের সাহায্যে দেখান এবং ধ্বনিটি একটি অক্ষরের উপর 'বিশেষ জোর' (Accent) ব'লে মনে করেন।[২১] আমরা একে একটি অবরুদ্ধ, কেন্দ্রীয়, স্বরধ্বনিমূলক /α?/ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। ধ্বনিটি অনেক সময় অবরুদ্ধ গলনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনি /H/ হিসেবে উচ্চারিত হয়। আবেং ভাষায় অনেক সময় শব্দস্থিত অক্ষরের উপর বিশেষ জোর (Stress) পড়ে। যেমন— /acʰik/বা /at̪t̪ɔŋ/। তবে এ চাপের জন্য শব্দের অর্থের কোনো পার্থক্য হয় না।

৮.১. উপরিউক্ত গবেষণার মাধ্যমে আমরা গারোদের 'আবেং' ভাষার একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। গবেষণা-কর্মটি অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখলেও সহায়ক গ্রন্থ-প্রবন্ধের স্বল্পতার কারণে তা আশানুরূপ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ ভাষাটির ধ্বনি-প্রকৃতি বিশ্লেষণে ভবিষ্যৎ গবেষকবৃন্দ এ অপূর্ণতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন — এ প্রত্যাশা রইলো।

তথ্যনির্দেশ

১. ' সাখাওয়াৎ আনসারী, *শিরোনাম ভাষাশাস্ত্র*, ১৯৯৩, পিপলস পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, পৃ. ৪০
২. Mahmud Shah Qureshi, 'Indigenous Languages in Bangladesh', *Asian/Pacific Book Development Quarterly*, 1992, Vol. 23, No. 2, p. 9
৩. সুভাষ জেংচাম (সাংমা), *গারোদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা*, ১৯৮৬, রেভাঃ ইউজিন ই হোমরিক, টাঙ্গাইল, পৃ.১
৪. Mahmud Shah Qureshi, Ibid, p. 9
৫. সুভাষ জেংচাম (সাংমা), প্রাগুক্ত পৃ. ৫১-৫৩
৬. লুৎফর রহমান, *নৃ-গোষ্ঠী নাট্য গারো*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪
৭. সুভাষ জেংচাম, *বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়*, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৮
৮. Nurul Islam Khan (Ed.), *Bangladesh District Gazetteers— Mymensingh*, 1978, Bangladesh Government Press, Dhaka, p. 58
৯. সুভাষ জেংচাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১১. Grierson, G.A., *Linguistic Survey of India, Vol. 1.* Part 1, 1973, Motilal Banarsidass, Delhi, India, P. 61

১২. ক) "The Mongoloid element is represented by the Garo, Hajang, Kachari and Tipra Groups"
The New Encyclopaedia Britannica Macro-paedia, Volume-2, 1768, 15th Edition, p. 690
খ) "The Garos are an aboriginal hill tribe of mongoloid blood and the inhabitants of the places in and around the garo hills ..."
Mahmud Shah Qureshi (ed.), *Tribal Cultures in Bangladesh,* Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, p. 209

১৩. M.A.Latif (Ed.), *Bangladesh District Gazetteers— Tangail,* 1983, Bangladesh Government Press, Dhaka, P. 44

১৪. Nurul Islam Khan (Ed.), Ibid., P. 58

১৫. ক) Parimal Chandra Kar, *Glimpses of the Garos,* 1982, Garo Hills Book Emporium, Tura, West Garo Hills, Meghalaya, India, First edition, P. 3
খ) Milton S. sangma, *History and Culture of The Garos,* 1981, Books Today, New Delhi, P. vii

১৬. সুভাষ জেংচাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৮. Ohannessian, Ferguson, Polome (Eds.), *Language Surveys in Developing Nations,* 1975, Center for Applied Linguistics, Verginia, USA, P. 31

১৯. ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার রাংরাপাড়া গ্রাম থেকে ১৪ এবং ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৬ তারিখে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ক'রে যাঁরা গবেষণা-কর্ম পরিচালনায় সহায়তা করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচের ছকে বর্ণিত হলো :

ক্রমিক নং	নাম	লিঙ্গ	বয়স	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অর্থনৈতিক অবস্থা
১	গোবিন্দ	পুরুষ	৩৫	বিবাহিত	অশিক্ষিত	নিম্নবিত্ত
২	সূর্যমণি	মহিলা	২২	বিবাহিতা	৫ম শ্রেণী	নিম্নবিত্ত
৩	শিপ্রা রানসা	মহিলা	২৫	বিবাহিতা	৮ম শ্রেণী	নিম্ন-মধ্যবিত্ত
৪	সেবাস্টিয়ান	পুরুষ	৩০	অবিবাহিত	স্নাতক	মধ্যবিত্ত
৫	যোসেফ সাংমা	পুরুষ	৫২	বিপত্নীক	১০ম শ্রেণী	নিম্ন-মধ্যবিত্ত

২০. Kohima Daring, *Mandi Di Sarangna Golpo*, 1999, The University Press Limited, Dhaka, P. 2

২১. Rev. Peter Rema, *Mandi Kunam [Mandi Grammar]*, 1980, Corpus Christi Parish, Tangail, P. 3

সহায়ক গ্রন্থ

লুৎফর রহমান, *নৃ-গোষ্ঠী নাট্য গারো*, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সাখাওয়াৎ আনসারী, *শিরোনাম ভাষাশাস্ত্র*, ১৯৯৩, পিপলস পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা

সুভাষ জেংচাম, *বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়*, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সুভাষ জেংচাম (সংকলন), *গারোদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা*, ১৯৮৬, রেভাঃ ইউজিন ই হোমরিক, টাঙ্গাইল

Grierson, G.A. (Ed.), *Linguistic Survey of India Vol. 1, Part 1*, 1973, Motilal Banarsidass, Delhi, India

Kohima Daring, *Mandi Di Sárangna Golpo*, 1999, The University Press Limited, Dhaka

Mahmud Shah Qureshi, 'Indigenous Languages in Bangladesh', 1992, *Asian/Pacific Book Development, Vol. 23, No. 2*

Mahmud Shah Qureshi, *Tribal Cultures in Bangladesh*, 1994, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University

M.A. Latif (Ed.), *Bangladesh District Gazetteers— Tangail*, 1983, Bangladesh Government Press, Dhaka

Milton S. Sangma, *History and Culture of the Garos*, 1981, Books Today, New Delhi, India

Nurul Islam Khan (Ed.), *Bangladesh District Gazetteers— Mymensingh*, 1978, Bangladesh Government Press, Dhaka

Ohannessian, Ferguson, Polome (Eds.), *Language Surveys in Developing Nations*, 1975, Centre for Applied Linguistics, Virginia, USA

Porimal Chandra Kar, *Glimpses of the Garos*, 1982, Garo Hills Book Emporium, Meghalaya, India

Rev. Peter Rema, *Mandi Kunum [Mandi Grammar]*, 1980, Corpus Christi Parish, Tangail